উপস্থিত ঃ মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ

আদেশ নং-২০
তারিখ-২৫/০১/২০২৩ ইং

অদ্য এস আর , ৭৪-৭৭ নং বিবাদীপক্ষের জবাব দাখিল ও অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষ হাজিরা দাখিল করেন। বাদীপক্ষ কোন তদবির গ্রহন করেননি। বিবাদীপক্ষ কোন জবাব দাখিল করেননি।

অতপর নথি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

বাদীপক্ষের কেস সংক্ষেপে এই যে,

বাদী তফসিল বর্নিত সম্পত্তিতে স্বত্ব সাব্যস্তে দখল স্থিরতর এবং বি এস খতিয়ান অশুদ্ধ হয়েছে মর্মে ঘোষনা চেয়ে অত্র মামলা করেছেন। নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন আমিরজান ও মোশারফ আলী। তাদের নামে সি এস খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচার আছে। আমির জান অবিবাহিত মরনে ভ্রাতা মোশারফ আলী মালিক হয়। মোশারফ আলী ৩ পুত্র নজু মিয়া অছি মিয়া ও আকমল মিয়া কে রেখে যান। তাদের নামে আর এস ১০৪০ ও ১০৫৮ খতিয়ান প্রচার হলেও অংশ কম লিপি হয় এবং ১০৪৮ খতিয়ানে তাদের নামে হয়নি। অছি মিয়া ও আকমল মিয়ার পুত্র কন্যাদের পরবর্তী ওয়ারীশগণ অত্র মামলার বাদীগন হয়। বাদীগণ বিরোধীয় ৯০ শতক ভূমি মৌরশী আমল হতে ভোগদখলে আছেন। বিরোধীয় ভূমি ৭৪-৭৭ নং বিবাদীদের কোন স্বত্ব দখল নেই। বি এস খতিয়ান ভুল হওয়ার সুযোগ বিবাদীগণ বাদীগনের শান্তিপূর্ণ ভোগদখলে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় এবং বিরোধীয় ভূমি অন্যত্র হস্তান্তরের পায়তারা করায় বাদী বাধ্য হয়ে ৭৪/৭৫ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেন।

অপরদিকে ৭৪-৭৭ নং বিবাদী বাদীপক্ষের সমস্ত বক্তব্য অস্বীকারপূর্বক লিখিত আপত্তি দাখিল অন্তে নিবেদন করেন যে, নালিশী আর এস ১০৪০ নং খতিয়ানের ৩৩৪ দাগের দখল মন্তব্য কলাম দৃষ্টে মালিক ছিল রজ্জাক আলী। রজ্জাক আলী মরনে তৎ স্ত্রী পুত্র ও কন্যা মান বিবি, ছিদ্দিক আহমদ ও সাইর খাতুন ১০/১১/১৯৪৩ তারিখে ১০৫২০ নং পাট্টামূলে ২০ শতক জব্বার আলীর নিকট হস্তান্তর করেন। সিদ্দিক আহমদ ১৯/০৩/১৯৫৭ খ্রিঃ তারিখে ১০ গন্ডা ভূমি ফজল আহমদ এর নিকট বিক্রি করেন। জব্বার আলী মরনে পুত্র কন্যা ফজল আহম্মদ গং ওয়ারীশ থাকে। তারা বিগত ১১/৪/১৯৮৮ তারিখে কবলা মুলে ২৩ শতক ভূমি সিরাজু দ্দৌলার নিকট হস্তান্তর করেন। সিরাজুদ্দৌলা ভোগদখলে থাকাবস্থায় বি এস ১৬৯৪ নং নামজারি খতিয়ান সৃজন করেন। অত্র ৭৪/৭৫ নং বিবাদীগণ উক্ত সিরাজুদ্দৌলার কাছ থেকে ০৩/১১/২০০৯ তারিখে ৯৮৭২ কবলা মুলে উক্ত ২৩ শতক ভূমি খরিদ

করেন। এভাবে নালিশী ভুমিতে বিবাদীগণ ভোগদখলে আছেন। বাদীগণের সেখানে কোন স্বত্ব দখল নেই। বিবাদীদের নামে বি এস ৩০৯৭ নামজারি খতিয়ান রয়েছে। বাদীগণ কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৫ ধারায় দায়েরকৃত মিস ৮৮/২১ নং মামলার প্রতিবেদনে বিবাদীদের দখলের সত্যতা উঠে আসে। নালিশী ভুমিতে বাদীর কোন স্বত্বদখল নেই। বিধায় বাদীপক্ষ কোন ইকুইটেবল রিলিপ পাবার হকদার নন। বিবাদীপক্ষ দাবি করেন যে দরখাস্তকারীপক্ষ তার প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য দরখাস্তকারীপক্ষের প্রতিকুলে বিধায় নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

উপরিউক্ত বক্তব্য ও দাখিলীয় কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদীপক্ষ তাদের পূর্ববর্তী সি এস ও আর এস রেকর্ডীয় মূল মালিক হতে মৌরশিসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে নালিশী দাগাদির আন্দরে ৯০ শতক ভুমিতে স্বত্ববান ও দখলকার আছেন মর্মে দাবি করেছেন। ইহা সত্যা যে , সি এস ৪৪৬ খতিয়ানের ৭৬ দাগে ১.৯২ একর ভুমির মালিক ছিলেন আমিরজান বিবি। আমিরজান মরনে ভ্রাতা মশাররফ আলী মালিক হয়। বাদীপক্ষের দাবি ছিল আর এস খতিয়ানে মশাররফ আলীর পুত্র গণের নাম আসলেও তা কম অংশ লিপি হয়েছে। বাদীপক্ষ আর এস খতিয়ানে রেকর্ড কম হয়েছে মর্মে দাবি করলেও ইতোপূর্বে উক্ত বিষয়ে কোন আদালতে আপত্তি তুলেছেন মর্মে দৃষ্ট হয়নি। যতক্ষন পর্যন্ত চুড়ান্তভাবে প্রকাশিত রেকড অবরৎ রাইটস বিষয়ে বিপরীত কিছু প্রমানিত না হবে ততক্ষন রেকর্ড অব রাইটস সঠিক মর্মে ধরে নেওয়ার আইনী বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অত্র মামলার নালিশী আর এস ১০৪০ খতিয়ানের ৩৩৪ দাগে মালিক রজ্জাক আলী হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। অপরদিকে বাদীগনের পূর্ববর্তী নজু মিয়া গং অন্য দাগের মালিক দখলকার ছিলেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। আবার বি এস খতিয়ানও বাদীগনের পূর্ববর্তীর নামে সঠিকভাবে লিপি হয়নি মর্মে বাদীগণ স্বীকার করেছেন। রেকর্ড ভুল হলেও বাদীপক্ষ নালিশী ভুমির ভোগদখলকার হওয়ার দাবি করলেও বিবাদীপক্ষ তা সম্পূর্ন অস্বীকার করেছেন।

বিবাদীপক্ষ আর এস রেকর্ডীর পরবর্তী ওয়ারীশ হতে হস্তান্তর পরিক্রময়ায় খরিদসূত্রে নালিশী আর এস ৩৩৪ দাগে ২৩ শতক ভুমিতে স্বতবান ও ভোদখলকার হন মর্মে দাবি করেছেন। বিবাদীপক্ষের দাখিলী নালিশী আর এস ১০৪০ নং খতিয়ান হতে দেখা যায়, ৩৩৪ দাগে ৪৪ শতকের মালিক ছিলেন রজ্জাক আলী। বিবাদীপক্ষের দাবি হলো রজ্জাক আলীর স্ত্রী পুত্র ও কন্যা ২০ শতক ভুমি পাট্টামুলে জব্বার আলীর নিকট হস্তান্তর করেছিলেন। দাখিলী ১০/১১/১৯৪৩ তারিখের ১০৫২০ নং পাট্টা হতে উহার সত্যতা পাওয়া যায়। বিবাদীপক্ষের দাবিমতে রজ্জাক আলীর পুত্র সিদ্দিক আহমদ ১৯/০৩/১৯৫৭ খ্রিঃ তারিখে ২০ শতক ভুমি ফজল আহমদ এর নিকট বিক্রি করেন। উক্ত দলিলের দাখিলী সার্টিফাইড

কপি তা প্রমান করে। জব্বার আলী মরনে উক্ত ফজল আহম্মদ গং ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। বিবাদীপক্ষের দাখিলী ১১/৪/১৯৮৮ তারিখের ১৯৩৩ নং কবলা হতে দেখা যায়, জব্বারের ০৩ পুত্র ও ১ কন্যা ২৩ শতক ভূমি সিরাজু দ্দৌলার নিকট বিক্রয় করেন। পরবর্তীতে সিরাজদ্দৌলা উক্ত ভূমি ০৩/১১/২০০৯ তারিখে ৯৮৭২ কবলা মুলে অত্র ৭৪/৭৫ নং বিবাদীগণ বরাবর হস্তান্তর করেন। দাখিলী মূল কবলা দৃষ্টে উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় নালিশী আর এস ১০৪০ খতিয়ানের ৩৩৪ দাগ তৎসামিল বি এস ৪৯ খতিয়ানে ৭৩৫ দাগের ২৩ শতক ভূমিতে অত্র বিবাদীগন খরিদসূত্রে স্বত্ববান আছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিবাদীপক্ষের দাখিলী নামজারি খতিয়ান নং-৩০৯৭ প্রমান করে যে নালিশী উক্ত ২৩ শতক ভূমিতে উক্ত বিবাদীদের দখল রয়েছে। তাছাড়া বাদীগনের দায়েরকৃত মিস ৮৮/২১ মামলার আদেশনামা প্রকাশমতে উক্ত সম্পত্তিতে বিবাদীদের দখল বিদ্যমান রয়েছে।

সার্বিক বিবেচনায় দেখা যায় , বাদীপক্ষ নালিশী ৯০ শতক ভূমি মৌরশিসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলে থাকার দাবি করিয়া ৭৪/৭৫ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু উক্ত বিবাদীগনের দাখিলী দালিলাদি ও রেকর্ড পর্যালোচনায় আপাত দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, নালিশী আর এস ১০৪০ খতিয়ানের ৩৩৪ নং দাগে ২৩ শতক ভূমিতে বর্তমানে উক্ত বিবাদীগণ স্বত্ববান ও দখলকার নিয়ত আছেন। এরুপ অবস্থায় অত্র আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছে যে, মামলার এ পর্যায়ে বাদীপক্ষ আপাত Prima facie কেস প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা বাদী পক্ষের প্রতিকূলে এবং অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে বাদীপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে মর্মে দৃষ্ট হয়না। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষের অস্থায়ী নিষেধজ্ঞার প্রার্থনা নামঞ্জুরযোগ্য মর্মে বিবেচনা করি।

অতএব আদেশ হয় যে,

বাদী/দরখাস্তকারীপক্ষ কতৃক আনীত গত ইং ০১/০২/২০২১ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিস্পত্তি করা হলো।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম